Edit with WPS Office

বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

দ্বাদশ শ্রেণি নির্বাচনী পরীক্ষার নমুনা প্রশ্নোত্তর পর্ব- ০২

শিক্ষক: মুহাম্মদ আবদুল মোমেন, সহকারী অধ্যাপক

বিষয়: বাংলা দ্বিতীয় পত্র। অধ্যায়: প্রমিত বানান রীতি

পূর্বকথা: ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাতৃভাষার জন্য কোন জাতি আন্দোলন-সংগ্রাম করে প্রাণ দিয়েছে, এমন নজির পৃথিবীতে আর নেই। অথচ এখনও শুদ্ধ বানানে মাতৃভাষাকে অনেকেই লিখতে জানেন না। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শুদ্ধ বানান এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বানানের ভুলের কারণে শব্দের অর্থগত পার্থক্য, এমনকি উচ্চারণেও শব্দের পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। ফলে ভাবের আদান-প্রদান জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানান ও শুদ্ধ শব্দ চয়নসহ বাংলা ভাষার আদর্শ মান বজায় রাখার লক্ষ্যে কিছু বিধি ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই বিধিসমূহ বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। এই নিয়ম অনুসারে আমরা আজকে প্রমিত বাংলা বানান এর নিয়ম আলোচনা করব।

🌈 প্রশ্ন ০১। তৎসম(সংস্কৃত) শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

🍁উত্তর: ১। যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন ি, ু লিখতে হবে। যেমন: কিংবদন্তী> কিংবদন্তি, খঞ্জনি >খঞ্জনি, ধমনী >ধমনী, পঞ্জিকা >পঞ্জিকা, পদবি >পদবি, রচনাবলী >রচনাবলী, সরণি> সরণি, সূচিপত্র> সূচিপত্র।

২। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দিত্ব হবে না। যেমন: অর্জ্জন> অর্জন, কর্ম্ম>কর্ম, কার্ত্তিক>কার্তিক, কার্য্য>কার্য,

৩। সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার ং হবে। যেমন: অহম্+ কার = অহংকার। সম + গীত = সংগীত, শুভম্+ কর = শুভংকর।

৪। সংস্কৃত ইন প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ই কান্ত সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলিকে রশ্মি কার যেমন: প্রত্যয়জাত (গুণ+ ইন =গুণী)

Edit with WPS Office

সমাসজাত হলে - (গুণী যে জন = গুণিজন) তাই শুদ্ধ বানান হবে গুণিজন। একইভাবে প্রাণিবিদ্যা মন্ত্রিপরিষদ। ইন প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে।যেমন- মন্ত্রিত্ব, দায়িত্ব।

৫। শব্দের শেষে বিসর্গ ঃ নথাকবে না। যেমন: ইতস্ততঃ> ইতস্তত, কার্যতঃ> কার্যত, ক্রমশঃ> ক্রমশ, পুনঃপুনঃ > পুনঃপুন, প্রথমতঃ> প্রথমত, মূলতঃ> মূলত, প্রয়াতঃ> প্রয়াত।

🌈 প্রশ্ন ০২। বাংলা একাডেমি প্রণীত অতৎসম(দেশি, বিদেশি, তৎভব) শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

🍁 উত্তর: ২। সকল অতৎসম শব্দের বানানে ই-কার হবে।

যেমন- কাহিনী, সরকারি, আমদানি,

২। সকলা তৎসম শব্দে উ কার হবে। যেমন- কুলা, চুন, পুব, মুলা, পুজো।

৩। অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহৃত হবে না। যেমন: ইরান, কোরআন, গভর্নর,

পরান, কর্নেল।

৪। বিশেষণ পদ সাধারণত পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না।

যেমন- লাল পদ্ম, নীল আকাশ, কালো গোলাপ, মিষ্টি হাসি

৫। বাক্যে শব্দের সাথে হস্ চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জিত হবে। যেমন- টক্ >টক, খস্ খস্> খস খস, কিচির্ মিচির্> কিচিরমিচির, ঝিক্ ঝিক্> ঝিক ঝিক।

🌈 প্রশ্ন ০৩। বাংলা বানানে ই কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম লেখক।

🍁 উত্তর: ১। সকল তৎসম শব্দ ই কার ব্যবহৃত হবে। যেমন- বাড়ি, পাখি, গাড়ি, শাড়ি ।

২। বিশেষণ বাচক আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দ ই-কার হবে। যেমন- বর্ণালি, সোনালি,

পদাবলি, পুস্তকাবলি।

৩। ভাষা ও জাতি বাচক শব্দ ই-কার হবে। যেমন- ইরানি, জাপানি, বাঙালি।

৪। পদাশ্রিত নির্দেশক শব্দে ই কার হবে। যেমন- মেয়েটি, বইটি, কলমটি।

৫। ক্রিয়াবাচক শব্দে ই কার হবে। যেমন- করেছি, দেখেছি, করেছি।

Edit with WPS Office

🌈প্রশ্ন ০৪ । ণত্ব বিধান কি? ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

🍁উত্তর: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে ণ এর ব্যবহারের সঠিক নিয়মকে ণত্ব বিধান বলে। ণত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম:

১। তৎসম শব্দের বানানে ঋ ও ঋ কারের পর ণ হয়। যেমন- ঋণ, তৃণ, মৃণাল, ঘৃণা।

২। তৎসম শব্দের বানানে র ও র-ফলার পর ণ হয়। যেমন- কারণ, বর্ণ, বর্ণ, পূর্ণ, প্রাণ, ।

৩। তৎসম শব্দের বানানে যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে ত বর্গীয় বর্ণের পূর্বে ণ ব্যবহৃত হয়।

যেমন- ঘণ্টা, কণ্টক, বণ্টন,

৪। প্রকৃতির ইত্যাদি উপসর্গের পর ণ হয়। যেমন- প্রণয়, পরিণাম, নির্ণয়।

৫। রূপ, পর, নর, রাম, উত্তর, রবীন্দ্র ইত্যাদি শব্দের পর 'অয়ন' থাকলে সাধিত শব্দে ন এর পরিবর্তে ণ হয়।

যেমন- রুপায়ণ, পরায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ, উত্তরায়ণ, রবীন্দ্রায়ণ।

🌈প্রশ্ন ০৫। ষত্ব বিধান কী? ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

🍁উত্তর: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানানে ব্যবহারের সঠিক নিয়ম কে ষত্ব বিধান বলে ষত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম:

১। তৎসম শব্দের বানানে অ এবং আ কার ছাড়া অন্যসব স্বর বর্ণের পরে ষ হয়। যেমন- তুষার, উষা, ঈষৎ, ভীষণ, উষ্ণ, সুষম।

২। তৎসম শব্দের বানানে র, রেফ এবং ঋ বা ঋ কারের পর সাধারণত ষ হয়।

যেমন- কৃষাণ, ঋষি, মহর্ষি, তৃষ্ণা।

৩। যুক্তব্যঞ্জন এর ক্ষেত্রে ট ও ঠ এর সঙ্গে ষ বসে। যেমন- বৃষ্টি, কৃষ্টি, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠা।

৪। ই-কারান্ত (অধি, অভি, প্রতি, পরি ইত্যাদি) এবং উ-কারান্ত (অনু সু) ইত্যাদি উপসর্গ এর পরে ষ হয়। যেমন- অভিষেক, প্রতিষ্ঠান, অনুষদ, অনুষঙ্গ।

৫। এ কারান্ত সম্ভাষণ সূচক শব্দে একারের পর মূর্ধন্য-ষ হয়।

যেমন- প্রিয়বরেষু ,সুজনেষু , প্রীতিভাজনেষু।

Edit with WPS Office

🌈 প্রশ্ন ০৬। নিচে প্রদত্ত শব্দগুলোর বানান শুদ্ধ করো।

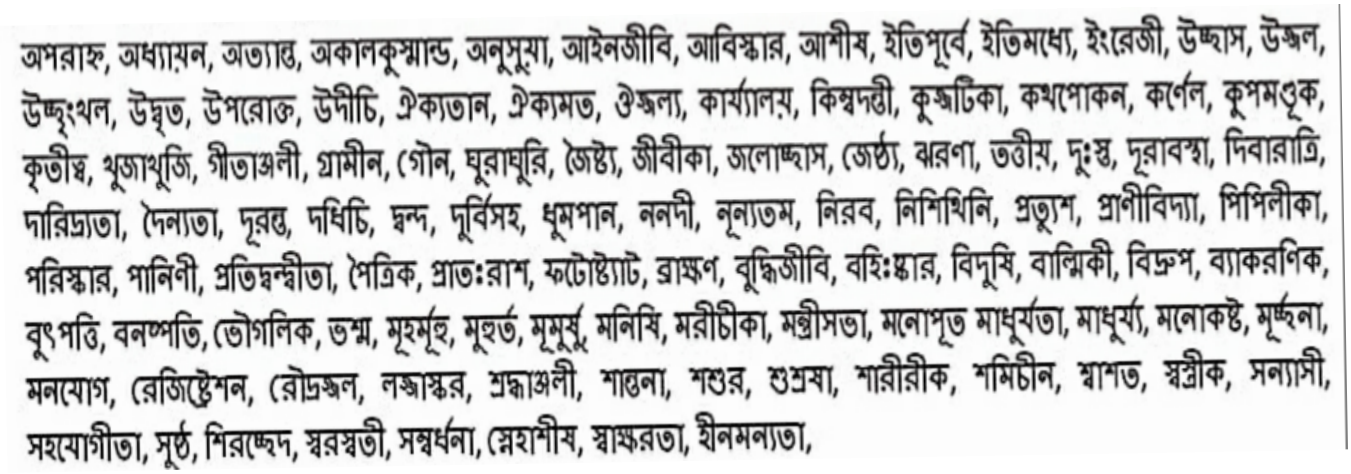
অপরাহ্ন, অধ্যায়ন, অত্যান্ত, অকালকুস্মান্ড, অনুসুয়া, আইনজীবি, আবিস্কার, আশীষ, ইতিপূর্বে, ইতিমধ্যে, ইংরেজী, উচ্ছাস, উজ্বল, উচ্ছৃংখল, উদ্বৃত, উপরোক্ত, উদীচি, ঐক্যতান, ঐক্যমত, ঔজ্বল্য, কার্য্যালয়, কিম্বদন্তী, কুজ্ঝটিকা, কথপোকন, কর্ণেল, কুপমণ্ডুক, কৃতীত্ব, খুজাখুজি, গীতাঞ্জলী, গ্রামীন, গৌন, ঘুরাঘুরি, জৈষ্ট্য, জীবীকা, জলোচ্ছাস, জেষ্ঠ্য, ঝরণা, তত্তীয়, দুঃস্থ, দূরাবস্থা, দিবারাত্রি, দারিদ্র্যতা, দৈন্যতা, দূরন্ত, দধিচি, দ্বন্দ, দুর্বিসহ, ধুমপান, ননদী, নূন্যতম, নিরব, নিশিথিনি, প্রত্যুশ, প্রাণীবিদ্যা, পিপিলীকা, পরিস্কার, পানিণী, প্রতিদ্বন্দ্বীতা, পৈত্রিক, প্রাতঃরাশ, ফটোষ্ট্যাট, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধিজীবি, বহিঃষ্কার, বিদুষি, বাল্মিকী, বিদ্রুপ, ব্যাকরণিক, বুৎপত্তি, বনষ্পতি, ভৌগলিক, ভষ্ম, মূহর্মূহু, মুহুর্ত, মূমূর্ষু, মনিষি, মরীচীকা, মন্ত্রীসভা, মনোপূত মাধুর্যতা, মাধুর্য্য, মনোকষ্ট, মূর্চ্ছনা, মনযোগ, রেজিষ্ট্রেশন, রৌদ্রজ্বল, লজ্জাস্কর, শ্রদ্ধাঞ্জলী, শান্তনা, শশুর, শুশ্রষা, শারীরীক, শমিচীন, শ্বাশত, স্বস্ত্রীক, সন্যাসী, সহযোগীতা, সুষ্ঠ, শিরচ্ছেদ, স্বরস্বতী, সম্বর্ধনা, স্নেহাশীষ, স্বাক্ষরতা, হীনমন্যতা,

🍁উত্তর: অপরাহ্ণ, অধ্যয়ন অত্যন্ত, অকালকুষ্মাণ্ড, অনুসূয়া, আইনজীবী, আবিষ্কার আশিস, ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে, ইংরেজি, উচ্ছ্বাস উজ্জ্বল, উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধৃত, উপর্যুক্ত, উদীচী, ঐকতান, ঔজ্জ্বল্য, কার্যালয়, কিংবদন্তি, কুজ্ঝটিকা, কথোপকথন, কর্নেল, কূপমন্ডুক, কৃতিত্ব, খোঁজাখুঁজি, গীতাঞ্জলি, গ্রামীণ, গৌণ ঘোরাঘুরি, জৈষ্ঠ্য, ঝর্না, তত্ত্বীয়, দুঃস্থ, দুরবস্থা, দিবারাত্র, দারিদ্র, দৈন্য, দুরন্ত, দধীচি, দ্বদ্ব, দুর্বিষহ, ধূমপান, ননদ, ন্যূনতম, নিরব, নিশীথিনী, প্রত্যুষ, প্রাণিবিদ্যা, পিপীলিকা, পরিষ্কার, পাণিনি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পৈতৃক, প্রাতরাশ, ফটোস্ট্যাট, ব্রাহ্মণ, বুদ্ধিজীবী, বহিষ্কার, বিদুষী, বাল্মিকী, বিদ্রুপ, বৈয়াকরণিক, ব্যুৎপত্তি, বনস্পতি, ভৌগলিক, ভস্ম, মুহুর্মুহু, মুহূর্ত, মুমূর্ষু, মনীষী, মরীচিকা, মন্ত্রিসভা, মনঃপুত, মাধুর্য, মনোকষ্ট, মূর্ছনা, মনোযোগ, রেজিস্ট্রেশন, রৌদ্রোজ্জ্বল, লজ্জাকর, শ্রদ্ধাঞ্জলি, সান্ত্বনা, শ্বশুর, শুশ্রূষা, শারীরিক, সমীচীন, শাশ্বত, সস্ত্রীক, সন্ন্যাসী, মনোযোগিতা, সুষ্ঠু, শিরশ্ছেদ, সরস্বতী, সম্বর্ধনা, স্নেহাশিস, সাক্ষরতা, হীনম্মন্যতা।

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ,

আশা করি মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় তোমরা ভালো আছো। তোমাদের জন্য শুভ কামনা রইলো। গত ক্লাসে তোমাদেরকে উচ্চারণ বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর অনুশীলনের জন্য তৈরি করে দেয়া হয়েছে। এই পর্বে বানানের নিয়ম ও শব্দের বানান শুদ্ধি দেখানো হয়েছে। আশা করব তোমরা বাসায় বসে এই অনুশীলন পাঠ অনুসরণে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। কারণ আমরা মনে করি করোনা বিপর্যয়ে দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড কোন কোন ক্ষেত্রে থেমে থাকলেও জ্ঞানচর্চার অপ্রতিরোধ্য স্পৃহা কোথাও থেমে নেই। তাই তোমরাও তোমাদের পড়াশোনা নিয়মিত চালিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী পর্বে আলোচনা করা হবে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি।

Edit with WPS Office